তারিখ 20 MAR 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

20

দৈনিক বাংলা

শিক্ষাঙ্গন বিভীষিকামুক্ত হোক

দেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অকস্মাৎ বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। সত্যি কথা বলতে কি দীর্ঘ দিন থেকেই শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ ছিল না। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারপিট, হানাহানি ও রক্তপাতের ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার বদলে চলেছে অস্ত্রের মহড়া। ফলে পঠন–পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। সেশন জট চরমে পৌঁছেছে। আর জীবন দিয়েছে অসংখ্য ছাত্র।

মাঝে মাঝে বিরতি হয়েছে। কিন্তু তার পরই আবার অস্ত্রের ঝনঝনানিতে অধ্যয়ন–অধ্যাপনা হয়েছে বাধাগ্রস্ত। এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র গত সপ্তাহে জীবন দিয়েছে। তখন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে তুমুল উত্তেজনা। মাঝে মাঝেই গোলাগুলির আওয়াজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠছে।

এই মুহূর্তে এর চাইতেও মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রদের দাবী দাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘটিত আন্দোলনকালে পরিস্থিতির এমন শোচনীয় অবনতি হয় যে তাতে একজন ছাত্রের জীবনের অবসান ঘটে। পরে ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ব্যাপক গোলযোগ ঘটে। একটি ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা অন্যান্য সংগঠনের সদস্যদেরসহ অন্যান্য ছাত্রের কক্ষসমূহ ভাংচুর ও তছনছ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষকদের বাসগৃহের উপর হামলা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়টি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। বন্ধ করে দেয়া হয় আবাসিক হলগুলোও। বুধবার সেখান থেকে ৫৮ জন ছাত্রকে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৩ জন আটক ছাত্রকেও উদ্ধার করা হয়েছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার সময় প্রায় ২০ জন ছাত্রের রগ কেটে দেয়া হয়েছে। এটা এমন এক নিষ্ঠুরতা যা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

সবমিলিয়ে দেশের শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি এক নৈরাশ্যজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। এতে করে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত। জাতিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আরো একটা ব্যাপার আমাদের এখনো বোধগম্য হয় না। তা এই যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আবাসিক হলে হানা দেয় তখন সেখান থেকে নামমাত্র অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হয় অথবা আদৌ অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। অথচ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হল ত্যাগ করতে না করতেই শুরু হয়ে যায় গুলির আওয়াজ। কেমনকরে এই ঘটনা ঘটে।

শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করার চেষ্টা হয়েছে বারবার। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা আবেদন জানিয়েছেন। শিক্ষকরা বারবার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা এমন কি এই দাবীতে ধর্মঘটও করেছেন। ছাত্ররা অর্থাৎ নিরীহ নির্দলীয় ছাত্ররা এবং কোন কোন ছাত্র সংগঠন সহিংসতা বন্ধের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। শিক্ষাঙ্গনকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ [illegible] মুক্ত করা যাচ্ছে না। অস্ত্রমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। করা যাচ্ছে না কলুষমুক্ত।

শিক্ষাঙ্গনগুলোর বিপজ্জনক পরিস্থিতি এখন চরমে পৌঁছেছে। শুভবুদ্ধির কোন আবেদনই এখন সেখানে কোন অনুরণন সৃষ্টি করছে না। কিন্তু এই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। আর সে জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে আন্তরিকতার সাথে।

বস্তুত প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের পেছনে কোন না কোন ভাবে কোন না কোন রাজনৈতিক দল জড়িত হয়ে পড়ছে। তাই শিক্ষাঙ্গনে তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। সেখানে যদি আন্তরিকতায় খাদ থাকে তবে পুরো ব্যাপারটা অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হতে পারে।